মেহেরপুর বিসিকে ৩ উদ্যোক্তাকে লাঞ্চিত করার অভিযোগ

মেহেরপুর বিসিক শিল্প নগরীতে অফিস প্রধান কর্তৃক ৩ উদ্যোক্তাকে লাঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে। বিসিক শিল্প নগরিতে করোনা প্যাকেজের লোনের আবদেনের বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে যেয়ে লাঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেন উদ্যোক্তারা।

লাঞ্চিত উদ্যোক্তারা হলেন, মেহেরপুর স্কয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক সপের পরিচালক আবুল কালাম আজাদ বাবু, ভাই ভাই স্টিল গ্যালারির মোঃ ফিরোজ ও ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিচালক ফারুক হোসেনকে। সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে বিসিক শিল্প নাগরিতে এ ঘটনা ঘটে।

শিল্প উদ্যোক্তা স্কয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক সপের পরিচালক আবুল কালাম আজাদ বাবু বলেন, করোনাকালিন সরকারের শিল্প উদ্যোক্তাদের বিসিকের মাধ্যমে বিশেষ ঋণ দেওয়া চালু রয়েছে। সেই ঋণের আবেদনের বিষয়ে আমি সহ ৪ জন উদ্যোক্তা খোঁজ নিতে গেলে আমাদের এখানকার কর্মকর্তারা রাগান্বিত হয়ে ওঠেন। পরে কর্মকর্তা সহ অন্যান্যরা আমাদের ধাক্কা মেরে অফিস থেকে নামিয়ে দেন।

তিনি আরও বলেন, অফিস খরচ বলে গত দুই মাস আগে আমার সাথে তিনি দুই হাজার টাকা নেন। তখন তিনি বলেন ৭ দিনের মধ্যে আপনার ফাইল রেডি করে আপনাকে লোন দেওয়া হবে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাকে লোন দেওয়া হয়নি। লোনের আবেদন করার পর থেকে, লোন আজ হবে, কাল হবে বলে তিনি হয়রানি করছেন।

তিনি বলেন করোনাকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনার যে টাকা এসেছিল তখন আমি আবেদন করি। এসময় বলা হয়েছিল প্রথমেই আমাকে টাকাটা দেওয়া হবে। এই টাকা এসেছে অক্টোবর মাসে। কিন্তু অক্টোবর মাস থেকে আমাকে এযাবৎকাল ঘোরানো হচ্ছে। তারা বলছে আপনার কারখানা পরিদর্শন করবো তারপরে টাকা দেবো। কিন্তু এই সাত মাস ধরে কারখানা আর পরিদর্শন হয় না। আজকে এসে আমি যখন বলি কারখানা পরিদর্শনের নামে আমাকে ঘোরাতে পারেন না, আমাকে এভাবে ঘোরায়েন না। একথা বলায় দু এক কথায় আমাকে অফিসের কর্মকর্তা আশানুজ্জামান সহ অন্যান্য স্টাফরা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সিড়িতে ফেলে দেয়।

চাঁদবিল কলার মোড় এলাকার ভাই ভাই ষ্টিল গ্যালারীর পরিচালক ফিরোজ আলী বলেন, গত সাত মাস আগে লোনের জন্য আবেদন করেছি কিন্তু লোন পাইনি। আবেদন জমা নেওয়ার কোন রশিদ দেয়নি। এবিষয়ে অফিস থেকে কোন তথ্য জানতে চাইলে হয়রানি হতে হয়। একই অভিযোগ করেন ফারুক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এর পরিচালক ফারুক হোসেন ও রিমন বাবু।

এসময় ঘটনাস্থলে মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের সহ সভাপতি মালেকুল ইসলাম টিটোন এসে ভুক্তভোগীদের বক্তব্য নিতে সাংবাদিকদের বাধা প্রদান করেন। টিটোন বলেন, এটা একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান কে ঢুকবে না ঢুকবে আমি দেখবো। আর সরকারি প্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকরা ঢুকলে তাদেরও দেখে নেওয়া হবে। এসময় এশিয়ান টিভির জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান জনিকে লাঞ্চিত করেন তিনি।

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি নুর ইসলাম সুবাদ মুঠোফোনে বলেন, বিসিকে সে কেন যাবে? এভাবে তাঁতী লীগের পরিচয় দিয়ে যেখানে সেখানে হুমকী ধামকি দেবে এটা ঠিক না। বিষয়টা আমরা দেখছি। তবে এটা নিয়ে নিউজ করেন না।

মেহেরপুর বিসিকের উপ ব্যবস্থাপক মো: আশানুজ্জামান বলেন, কাকে ঋণ দেবো আর না দেবো সেটা আমাদের বিষয়। এ বিষয়ে আমরা জবাব দিতে বাধ্য নয়। তা ছাড়া মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক লিখন আমার আত্মীয়। তিনি আরো বলেন, আবুল কালাম আমাদের হুমকী ধামকি দিলে তাকে আমাদের কর্মচারীরা ঘাড় ধরে বের করে দেন। আর টিটোন আমাদের কর্মকর্তা আসাদুলের আত্মীয়। তার ডাকে সে এসেছে।

আগুনে পুড়ছে রাজধানীর সাততলা বস্তি, সহস্রাধিক ঘর ভস্মীভূত

রাজধানীর মহাখালীর সাততলা বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৭ জুন) ভোর ৫টার দিকে এই আগুন লাগে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১৮ টি ইউনিট। তবে আগুনের সূত্রপাত কীভাবে তা এখনো জানা যায়নি।

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার কামরুল হোসেন জানান, আগুন লাগার খবরে ফায়ার সার্ভিসের একে একে ১৮ টি ইউনিট ঘটনাস্থলে গেছে।

এদিকে বস্তির অন্তত এক হাজারের বেশি ঘর পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

ভয়াবহ এই আগুন নেভাতে পার্শ্ববর্তী জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালসহ বিভিন্ন জলাশয় থেকে পানি আনছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।ফায়ার সার্ভিসকর্মীদের পাশাপাশি বস্তির বাসিন্দারাও আগুন নেভাতে চেষ্টা করছেন। তবে এখনো কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

অগ্নিকাণ্ডের পর আটটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। পরে আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে আরও বাড়ানো হয় ইউনিটের সংখ্যা। ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের পাশাপাশি পুলিশ ও র্যাব নিরাপত্তার দায়িত্বে কাজ করছে।

জীবননগর সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হলেন আঃ কাদের

জীবননগর উপজেলার ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহন করলেন সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদে আনুষ্ঠানিক ভাবে আব্দুল কাদেরকে ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ৪নং সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শাহিন বাবু, সীমান্ত ইউপি সদস্য ইমাদ উদ্দিন, আরজাম আলী, আব্দুল আলীম, জহুরুল ইসলাম প্রমুখ।

মুজিবনগরে জেলা জামায়াতের আমিরসহ ১৩ জন আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গোপন বৈঠক করার সময় মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দীন খানসহ ১৩ জামায়াত কর্মীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। এদের মধ্যে ৮জন পুরুষ ও ৫ জন নারী কর্মী রয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর মাদ্রাসার পাশে ফজলুল হক গাজীর বাড়ি থেকে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩ টা ককটেল, অসংখ্য জিহাদী বই ও ৫টি মোটর সাইকেল জব্দ করা হয়েছে বলে জানায় পুলিশ।
এছাড়া সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রমূলক গোপন সভা করার সময় তাদেরকে আটক করা হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।
আটককৃতরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর মুসলিমপাড়ার মৃত,আবুল হোসেন খানের ছেলে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির তাজউদ্দীন খান(৪৮), দারিয়াপুর কাবারীপাড়ার মৃত সফল উদ্দীনের ছেলে জেলা জামায়াতের সমাজ কল্যান বিষয়ক সম্পাদক জারসিন হুসাইন(৬৭), গৌরিনগর মসজিদ পাড়ার সিরাজুল ইসলামের ছেলে জেলা জামায়াত ইসলামে তালিমুল কুরআন বিভাগের পরিচালক মশিউর রহমান(৬২), বিশ্বনাথপুর দক্ষিনপাড়ার মোজাম্মেল হকের ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলামের আমির খানজাহান আলী(৩৫), বিশ্বনাথপুর মালু পাড়ার মৃত,আমানুল হকের ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলামের সেক্রেটারী খায়রুল বাশার(৪২), দারিয়াপুর কান্দিপাড়ার চাদ আলীর ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের ইসলাম দাওয়াত বিভাগের সেক্রেটারী ফিরাতুল ইসলাম(৪৫),শিবপুর উত্তরপাড়ার মৃত,ছাবেন উদ্দীন বিশ্বাসের ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলাম আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারী মোশারফ হোসেন(৪৬),শিবপুর মাদ্রাসা পাড়ার মৃত,কিয়ামুদ্দিন গাজীর ছেলে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াত ইসলাম শ্রমিক কল্যান বিভাগের সেক্রেটারী ফজলুল হক গাজী।
নারী কর্মীরা হলেন, বিশ্বনাথপুর গ্রামের খাইরুল বাসারের স্ত্রী সাহেরা খাতুন(৩৮), বিশ্বনাথপুর গ্রামের খানজাহান আলীর স্ত্রী মমতাজ বেগম(৩৫), শিবপুর গ্রামের আসাদুল হকের স্ত্রী উম্মে

হানি(৩৮), গোপালনগর গ্রামের মোশারফ হোসেন স্ত্রী রোকেয়া খাতুন(৪০),গৌরিনগর মসজিদপাড়ার মশিউর রহমানের স্ত্রী সেলিনা আক্তার(৪৫)।
মুজিবনগর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাসেম জানান, শিবপুর গ্রামের ফজলুল হক ফজু গাজির বাড়িতে গোপন সভা করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল। সেখান থেকে বাড়ির মালিকসহ ১৩ জনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে জামায়াতের ৫ জন নারী কর্মীও রয়েছেন। তাদের কাছ থেকে ৩টি ককটেল, বিপুল সংখ্যক জিহাদী বই ও ৫টি মোটর সাইকেল উদ্ধার করে জব্দ দেখানো হয়েছে। আটক ১৩ নেতাকর্মীর নামে মামলা দেয়া হয়েছে। বিকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হবে।

মমতাকে চিঠি পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে

বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনার মধ্যেই এবার পশ্চিমবঙ্গকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

খালিস্তানপন্থি ‘শিখস ফর জাস্টিস’ (এসএফজে) পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে এ চিঠি দিয়েছে। একই চিঠি পাঠানো হয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কাছেও।

চিঠিতে শিখ সংগঠনটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, বাংলার সম্পদকে সব দিক দিয়ে ধ্বংস করছে কেন্দ্রীয় সরকার। নিজেদের পরিচিতি, আদর্শ, সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হলে পশ্চিমবঙ্গের উচিত ভারত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা।

খালিস্তানিদের যুক্তি– রাজ্যের আইনসভায় একতরফা আইন পাস করে ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে বাংলা। এ পদক্ষেপ নিলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে যাবে। তখন ভারতকে চাপে ফেলে আন্তর্জাতিক আদালতে এ মামলা চালানো যাবে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চালানোর অভিযোগে ভারত শিখ সংগঠন ‘শিখস ফর জাস্টিস’ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দিল্লির কৃষক আন্দোলনে লালকেল্লায় সহিংসতার নেপথ্যে খালিস্তানিদের সংশ্লিষ্টতারও অভিযোগ ওঠে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি একই ধরনের চিঠি পাঠানো হয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের কাছেও। শুধু তাই নয়, পৃথক রাষ্ট্র হলে তারা দুজনই প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন বলেও প্রস্তাব দিয়েছেন খালিস্তানিরা।

গাংনীতে বিএনপি ও সতন্ত্র প্রার্থীর ভোট বর্জন

ইভিএম এ কারসাজি ও এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগে গাংনী পৌর সভা নির্বাচন বর্জন করেছেন বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ও সতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান মেয়র আশরাফুল ইসলাম।
শনিবার দুপুর ২টার দিকে গাংনী পৌরসভার ৬ নম্বর কেন্দ্র পরিদর্শন ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী আশরাফুল ইসলাম ও দুপুর আড়াইটার দিকে ৩নম্বর ওয়ার্ড কেন্দ্র থেকে বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ভোট বর্জনের সিদ্ধান্ত নেন।
এসময় আশরাফুল ইসলাম বলেন, ইভিএম এ প্রথম অবস্থায় সব প্রতিক দেখা যাচ্ছে না। যখন এটি নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে তখন সব প্রতীক দেখা যাচ্ছে। ফলে ইভিএম নিয়ে জনগণের মধ্যে যে ধারণা ছিল তা সঠিক হয়েছে। এনির্বাচন প্রহসনের নির্বাচন। উর্ধতন মহলের নির্দেশে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও রির্টানিং কর্মকর্তা এ ধরণের প্রহসনের নির্বাচন পরিচালনা করছেন। বারবার জেলা প্রশাসন ও রির্টানিং কর্মকর্তাকে বলার পরও তারা কোন ব্যবস্থা নেননি। এছাড়া পৌর ১, ২,৩,৮ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড থেকে আমাদের এজেন্ট দের বের করে দেওয়া হয়েছে। যে কারণে এ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
অপরদিকে দুপুর আড়াইটার সময় বিএনপি প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবলু ৩ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন শেষে তিনিও রিটার্নিং কর্মকর্তাকে ‘ভেড়া’

উপাধি দিয়ে নিবার্চন বর্জন করেন। তিনি বলেন, ৯টি কেন্দ্রের অধিকাংশ কেন্দ্র থেকে আমাদের এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে। আমরা সকাল থেকে এ ধরণের ঘটনা দেখছি। রির্টার্নিং কর্মকর্তাসহ প্রশাসনকে জানিয়েও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাই এই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
এদিকে, বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, গাংনী পৌরসভার ৯ টি ওয়ার্ডের ৯টি ভোট কেন্দ্রের ৬১ টি বুথে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল ৮ টা থেকে। ভোট কেন্দ্রে ও আশ পাশ এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন থাকলেও সরকার দলীয় প্রার্থীর সমর্থকরা ভোট কেন্দ্র দখল করে নেয়। নৌকা প্রার্থীর ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে নির্বিঘ্নে ভোট দিলেও অন্যান্য প্রার্থীর সমর্থকরা ভোট কেন্দ্রে যেতে পারেন নি বলে অনেক ভোটার অভিযোগ করেছেন। বিভিন্ন স্থানে বাধা দেয়া হয়েছে। আবার ভোট কেন্দ্রে ভোটারের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে পোলিং অফিসার সরকার দলীয় প্রার্থীর নৌকা মার্কাতে ভোট নিয়ে নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, ভোটারদের উপস্থিতি একেবারই কম। কোন কেন্দ্রেই ধানের শীষ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর এজেন্টকে পাওয়া যায় নি। আবার বিএনপি সমর্থিত কোন ভোটারেরও দেখা মেলেনি। কোন কোন কেন্দ্রে এজেন্টদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন স্বতন্ত্র ও বিএনপি সমর্থীত প্রার্থীর ভোটারগণ। কোন কোন কেন্দ্রে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধাক্কা ধাক্কির ঘটনা ঘটেছে।
গাংনী সরকারী বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা প্রার্থীর সমর্থক মজিরুল ও মিলনের সাথে কাউন্সিলর প্রার্থী মিজানুর রহমানের বাক বিতন্ডা ও ধাক্কা ধাক্কির ঘটনা ঘটে। ওই কেন্দ্রে পোলিং অফিসার মিজানুর রহমান ভোটারদের আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে সরকার দলীয় প্রার্থীর নৌকা মার্কায় ভোট প্রয়োগ করছেন। এ ব্যাপারে পোলিং অফিসার কোন স্বদুত্তোর প্রদান করেন নি। একই ভাবে ভোট চলছিল ৯টি কেন্দ্রে।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে ব্যথিত করেছে-ইনু

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে ব্যথিত করেছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনা সমগ্র জাতিকে চরমভাবে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। রাজনৈতিক মোল্লারা বঙ্গবন্ধুর সংবিধান মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এদের কোন মাফ নেই।

গত মঙ্গলবার সকালে তিনি কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য জাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধে মীমাংসিত সংবিধানের বিষয়ে কোনো ছাড় দেয়ার সুযোগ নেই। যেই রাজনৈতিক মোল্লা ও রাজাকাররা ধর্মের নামে স্বাধীনতার বিরোধিতা করে ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, লক্ষ লক্ষ মা বোনকে ধর্ষণ করেছে, সেই দেশদ্রোহী রাজনৈতিক মোল্লা রাজাকার নব্য রাজাকারদের কাছে ধর্মের ইজারা দেওয়া হয়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু আরও বলেন, এই রাজনৈতিক মোল্লারা কখনও রাজাকারদের কখনও জঙ্গিদের কখনো পাকিস্তানের কখনও বিএনপি-জামাতের ভাড়াটে খেলোয়াড়। এই রাজনৈতিক মোল্লারা ফতুয়া দেয়ার অধিকার হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ ছাড়া ফতোয়া দেয়া বেআইনি বলেও জানান তিনি।

সাবেক এই তথ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতির ভিত্তিতে চলবে সব ধর্মের মানুষ শান্তিতে তাদের ধর্ম পালন করবে ধর্মের নামে অশান্তি ভাগাভাগি বাড়াবাড়ির অপচেষ্টা রুখে দেয়া হবে।

এসময় কেন্দ্রীয় জাসদের সাংগঠনিক সম্পাদক ও কুষ্টিয়া জেলা জাসদের

সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, কারসেল আলম, জিল্লুর রহমান, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আলীসহ বিভিন্ন জাসদ নেতৃবৃন্দ ও জাসদ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে জাসদের জেলা-উপজেলার নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত জনগণকে সাথে নিয়ে কুষ্টিয়া শহরের পৌর বিজয় উল্লাস থেকে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গায় গাংনীতে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিবাদ

কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও ভাঙচুরকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রোববার সকালে মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির গাংনীস্থ কার্যালয়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জননেতা কমরেড আব্দুল মাবুদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মজনুল হক মজনু, জেলা নারী মুক্তিদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুন নাহার আক্তার, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা কমরেড আরোজ আলী, গোলাম রহমান মাস্টার, ফিরোজ জাহাঙ্গীর মাস্টার, জেলা যুবমৈত্রীর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রমুখ।

কুষ্টিয়ার ভাস্কর্য ভাঙ্গার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, দেশের সামাজিক-সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতেছে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। তারা ধর্মের নামে ভাস্কর্য বিরোধীতে অবস্থান নিচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা এটা তাদের রাজনৈতিক বহিরপ্রকাশ। দেশকে অস্থিতিশীল রাখতে তারা উগ্র ও উস্কানিমূলক বক্তব্যে দিচ্ছে। যা শুভ লক্ষণ নয়।

বাংলাদেশ জাসদের ঝিনাইদহ জেলা কমিটি বিলুপ্ত : জাসদে যোগদান

শরীফ নুরুল আম্বিয়ার নেতৃত্বাধীন নবগঠিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাসদ (বাজাসদ) ঝিনাইদহ জেলা কমিটি বিলুপ্ত করে ইন-শিরিনের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল (জাসদ) এ যোগদান করেছে। শুক্রবার সকাল ১১টায় জেলা জাসদের অস্থায়ী কার্যালয়ের বিশেষ সভায় তারা যোগদান করেন।

বাজাসদের বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি রিয়াজ উদ্দীন খান ও সাধারণ সম্পাদক আশানুর রহমানসহ কমিটির নেতা কর্মীরা জাসদের এই যোগদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জাসদ ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আক্তার বাবু বাজাসদ বিলুপ্ত করে জাসদে যোগদানকারী নেতা কর্মীদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

এ সময় উপস্থিত নেতা কর্মীদের উদ্দেশ্যে জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তী বলেন, জাসদ নেতাদের দল না, কর্মীদের দল। কর্মীদের মতামত প্রকাশের গণতান্ত্রিক অধিকার ও চর্চা একমাত্র জাসদের আছে। জাসদে নেতাদের কর্মীদের মতামত, সিদ্ধান্ত মেনেই চলতে হয়। জাসদের কর্মীরা নেতাদের সামনাসামনি চোখে চোখ রেখে নেতাদের প্রশ্ন করতে পারে, জবাবদিহি করে, ভুল করলে সমালোচনা করতে পারে। নেতাদের তা মেনে নিয়েই দল করতে হয়। যে নেতারা কর্মীদের মতামতকে অসম্মান করে তারা নিজেরাই কর্মীদের এবং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আস্তাকুড়ে

নিক্ষিপ্ত হয়। এটাই জাসদের সৌন্দর্য। জাসদ ছেড়ে অন্যদলে যারা যোগ দিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা আত্মমর্যাদা ও সম্মান নিয়ে রাজনীতি করতে চান তারা ঘরের ছেলে হিসাবে নিজ ঘরে ফিরে আসার আহবান জানান।

বাজাসদ বিলুপ্ত করে জাসদে যোগদানকারীদের পক্ষে রিয়াজ উদ্দীন খান বলেন, যে কথা বলে বাজাসদ গঠন করা হয়েছিল বাজাসদের নেতারাই তাদের সে কথা রাখেনি উন্নত আদর্শ বা রাজনীতি নয়, ব্যক্তি স্বার্থ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসাব নিকাশ ছাড়া তারা আর কিছুই বুঝেন না।

জেলা জাসদের সভাপতি চন্দন চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শামীম আক্তার বাবুর সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আব্দুল জলিল, যুগ্ম-সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জল, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, জাসদ নেতা এ্যাড. আসাদুজ্জামানসহ বিভিন্ন থানার নেতৃবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি (মার্কসবাদী) চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় শহরের টাউন ফুটবল মাঠের পাশে জেলা কার্যালয়ে এ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। সম্মেলনে কমরেড সৈয়দ মজনুর রহমানকে সভাপতি ও কমরেড আলাউদ্দিন উমরকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা শাখার সদস্য কমরেড মুনসুর আলী। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভিটু।

সম্মেলনে দ্বিবার্ষিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির নেতারা হলেন সভাপতি কমরেড সৈয়দ মনজুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড আলাউদ্দিন

উমর, সাংগঠনিক সম্পাদক কমরেড আব্দুস সামাদ, কোষাধ্যক্ষ কমরেড অ্যাডভোকেট বদর উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক কমরেড মুনসুর আলী এবং সদস্য নির্বাচিত হন কমরেড ডা. আব্দুর রশিদ, কমরেড সেকেন্দার আলী, কমরেড ফরহাদ হোসেন, কমরেড কল্পনা বেগম ও কমরেড দোস্ত মোহাম্মদ।